শামসুন নাহার মাহমুদ

শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তির সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক প্রকাশে শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজের ছাত্রীদের ১৯৯৬ সালে প্রথম ৪টি হাউসে বিভক্ত করা হয় এবং ৪ জন মহীয়সী নারীর নামে ৪টি হাউসের নামকরণ করা হয়। চারটি হাউসের মধ্যে অন্যতম "শামসুন নাহার মাহমুদ হাউস"। শিক্ষাকে বেগবান, পরিশীলিত ও শাণিত করার জন্য হাউসগুলো অনেক গুরুত্ব বহন করে। নামকরণ করার ক্ষেত্রে যে-চেতনাটি ধারণ করা হয়েছে তা মূলত বিদ্যানুরাগী, সাহিত্যানুরাগী শামসুন নাহার মাহমুদের সামাজিক অবদান, সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতাকে কেন্দ্র করে । মহীয়সী নারী শামসুন নাহার মাহমুদ ১৯ অক্টোবর ১৯০৮ সালে বর্তমান ফেনী জেলার গুতুমা গ্রামের মুন্সী বাড়ির সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলভী মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী ও মা আছিয়া খাতুন। বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে নানা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের বাড়িতে মা ও ভাই হাবিবুল্লাহ বাহারের সাথে বেড়ে ওঠেন; পড়াশোনা করেন ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে। ১৯৩২ সালে বিএ পাশের পর বিদ্যাশিক্ষায় অদম্য স্পৃহার কারণে দশ বছর পর ১৯৪২ সালে এমএ পাশ করেন।

পরবর্তীকালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতি'র সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় "আঙুর" পত্রিকায়। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো : পুণ্যময়ী, ফুল বাগিচা, বেগম মহল, আমার দেখা তুরস্ক এবং নজরুলকে যেমন দেখেছি; পেয়েছেন মরণোত্তর "স্বাধীনতা দিবস" পুরস্কার। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তিনি নারীশিক্ষার অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদুষী এই নারী সাহিত্যে ও সমাজসেবায় তার কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে-দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা বাংলার ইতিহাসে অমলিন হয়ে থাকবে।